শিশুসাহিত্য : মতাদর্শগত প্রেক্ষিত

ছন্দম চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপক, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন কলেজ, কোলকাতা-৬*

সারসংক্ষেপ :

জন্মলগ্ন থেকে শিশুসাহিত্য মতাদর্শের (ideology) স্পর্শহীন নিরঞ্জন সাহিত্য সংরূপ (genre) হিসাবে বিবেচিত। সতেরো-আঠারো শতকের রোমান্টিক জীবনবীক্ষা অনুসারে শিশু প্রকৃতির সৃষ্টি, তাই অপাপবিদ্ধ; বড়োদের দায়িত্ব হল হিংসা-দ্বেষ-ক্লেশ-কাম আকীর্ণ পরিণত পৃথিবীর কলুষ থেকে শৈশবকে রক্ষা করা; আর শিশুসাহিত্য হল পবিত্র অজ্ঞতায় গড়া সেই শৈশবের বিশুদ্ধ পরিসর। অথচ বাস্তব এই রোমান্টিক প্রকল্পের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। প্রথমত, শিশুসাহিত্যের 'শিশু'র— যে হতে পারে শ্রোতা বা পাঠক অথবা রচনার কোনো চরিত্র— চেহারাটি সমসত্ত্ব নয়, শ্রেণি-লিঙ্গ-ভাষা প্রভৃতি ভেদে বিভিন্ন। এই বৈভিন্ন্যের স্বীকৃতি ও উপস্থাপনা মতাদর্শ-নির্ভর। দ্বিতীয়ত, শিশু-কিশোরসাহিত্যে ছোটোরা মূলত ভোক্তা, বড়রা আয়োজক। এই বিশেষ ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রেক্ষিতে পরিণত লেখক, অলঙ্করণ-শিল্পী প্রমুখের সূত্রে শিশুসাহিত্যের বয়ান (discourse)-এ বিগর্ভিত (embedded) হয় মতাদর্শ। শিশুশিক্ষার গ্রন্থগুলিতে এই মতাদর্শ প্রকট, শিশু-কিশোরসাহিত্যে তা প্রচ্ছন্ন। শিশু-কিশোরসাহিত্যে কীভাবে লগ্ন থাকে মতাদর্শ; শিশু-কিশোরসাহিত্যের প্রকৃত তাৎপর্য উদ্ধারে কেন জরুরি মতাদশগর্ত প্রেক্ষিতের ডিকোডিং, এই প্রসঙ্গগুলি বর্তমান আলোচনায় বিশ্লেষিত।

মূলশব্দগুচ্ছ : শিশু-শিশুসাহিত্য-মতাদর্শ (প্রচ্ছন্ন ও প্রকট) - প্রাইমার ও শিশুসাহিত্য - মতাদর্শের বিগর্ভণ ও চিহ্নিতকরণ।

সাহিত্যে মতাদর্শ (ideology) বলতে বোঝায়, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সক্রিয়তা এবং ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রতিফলন যা প্রচ্ছন্ন বা প্রকট দুই-ই হতে পারে। ভলোসিনভ-এর ভাষায়, 'The domain of ideology coincides with the domain of signs'; চিহ্নতন্ত্রের (sign-system) প্রকাশরূপী ভাষা এবং ভাষাগঠিত সমস্ত রচনা মতাদর্শ-নির্ভর।[১] সুতরাং শিশুসাহিত্যে মতাদর্শের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা অনিবার্য।

অথচ শিশুসাহিত্যকে[২] মতাদর্শের ছোঁয়াবাঁচানো এক শুচিসাহিত্য রূপে দেখবার অভ্যাস আমাদের বহু পুরোনো। সম্ভবত, শিশুসাহিত্যের সূচনাপর্ব থেকেই এই ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল যে, ছোটোদের জন্য সার্থকভাবে রচিত সাহিত্য অবিমিশ্রভাবে সহজ সরল ও কল্পনাময়। বাস্তব জীবনের হিংসা ও রক্তপাত, ঈর্ষা ও বঞ্চনা, কাম ও যৌনতার মতো তথাকথিত বড়োদের বিষয়গুলিকে এড়িয়ে গিয়ে শিশুর কৌতূহলী মনের উপযুক্ত আনন্দময় রচনাকেই শিশুসাহিত্যের অভিজ্ঞান বলে গ্রহণ করা হয়।

এই নিশ্চিত প্রত্যয়ের পিছনে রয়েছে শিশু তথা শিশুসাহিত্য সম্পর্কে এক রোমান্টিক ধারণা। শিশু ও শৈশব যেন এক নিত্য ব্যাপার দেশকাল-নিরপেক্ষ, সমাজ ও সংসারের বৈভিন্ন্য, শ্রেণি-লিঙ্গ-জাতপাতের বৈষম্যকে অতিক্রম করে তা যেন যুগ-যুগান্তরে স্থির। রবীন্দ্রনাথের ভাষ্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা চলে:

> ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে। সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন যেমন সুকুমার যেমন মূঢ় যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন।[৩]

রুশোর রোমান্টিক কল্পনার[৪] মতো রবীন্দ্রভাবনাতেও শিশু 'প্রকৃতির সৃজন' বলে অপাপবিদ্ধ। শৈশবও প্রাকৃতিকভাবে অপরিবর্তনীয় এক ব্যাপার— নবীনতা, সৌকুমার্য এবং মূঢ় মাধুর্যে যেন তা চিরকাল সবদেশে একইরকম। আমরা দেখি রুশোর *Emile* প্রকাশের দীর্ঘ দুই শতক পরেও সমকালের বিশিষ্ট ইংরেজ শিশুসাহিত্যিক অ্যালান গার্নার[৫] ওই সারল্যসন্ধানী। তাঁর মতে, শিশুসাহিত্য ছোটোবড়ো সকলকে ফিরিয়ে আনে সেই দুর্লভ innocence-এর দোরগোড়ায়, সময়ের সঙ্গে যাকে হারিয়েছি আমরা (বড়োরা)।[৬] এই innocence বা সারল্য দ্বারাই নির্মিত হয় শিশুসাহিত্যের রোমান্টিক 'শিশু'টি।[৭] এই সারল্যের একটি মাত্রা অজ্ঞতা; অর্থাৎ পরিণত পৃথিবীর পাপ ও কলুষকে না জানার সামর্থ্য। যেমন, যৌন-অজ্ঞতাই পিটার প্যানের চিরকালীন শিশুত্বের কারণ।[৮] দ্বিতীয় মাত্রাটি হল পবিত্রতা, যার ধারণা মেলে উনিশ শতকের শেষে *সখা ও সাথী* পত্রিকার অষ্টম সংখ্যায় ক্ষুদে পাঠকদের উদ্দেশে রাজশেখর বসুর উক্তিতে—

> প্রিয় বালকগণ।... তোমরা পূর্বে দেবলোকে ছিলে সেখান হইতে অস্ত যাইয়া পৃথিবীতে উদিত হইয়াছ। তোমাদের সরলতা, সত্যপরায়ণতা, উদারতা, মনুষ্যকে একান্ত বিশ্বাস, পিতামাতার প্রতি একান্ত নির্ভর, সদানন্দতা ও সহজ জ্ঞান দেবোচিত গুণ।'[৯]

সুতরাং শিশু হল, দোষযুক্ত পরিণত মানুষের অপর— দেবোপম; পবিত্র হৃদয়বৃত্তি দ্বারা নির্মিত। সর্বোপরি, তৃতীয় মাত্রাটি হল— অপার কৌতূহল ও কল্পনার সামর্থ্য।

কিন্তু শিশুর এই রোমান্টিক নির্মাণ কতখানি বাস্তব সেই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। আরো গুরুত্বপূর্ণ যদি আমরা স্মরণে রাখি, আঠারো-উনিশ শতকের ইউরোপে, বিশেষত ভিক্টোরীয় ইংল্যান্ডের কলে-কারখানায়, খনিতে নিযুক্ত হচ্ছিল বিপুল পরিমাণ শিশুশ্রমিক। চার-পাঁচ বছর বয়স থেকে দৈনিক কমবেশি দশঘন্টার হাড়ভাঙা খাটুনিতে কালিঝুলিমাখা বিবর্ণ-বিধ্বস্ত সেই শৈশবের সাক্ষ্য আছে এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিঙ-এর কবিতা 'দ্য ক্রাই অব দ্য চিলড্রেন' (১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দ), চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস 'অলিভার টুইস্ট' (১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দ) বা 'ডেভিড কপারফিল্ড'(১৮৫০ খ্রিস্টাব্দ)-এ। ডিকেন্স স্বয়ং মাত্র বারো বছর বয়সে পারিবারিক ভাগ্যবিপর্যয়ে যোগ দিতে বাধ্য হন কালি তৈরির কারখানায়। কৌতুকের বিষয়, পুঁজির সেই জয়যাত্রার দিনে যুক্তি আর হিতবাদ যখন হাত-ধরাধরি করে মানবজীবনের সংশোধন ও পরিমার্জনে ব্যস্ত, মানবশৈশবকে তার পাওনাগন্ডা মিটিয়ে দিতে উন্মুখ, ঠিক সেই সময় পুঁজির বিজয়রথের নিচে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল অজস্র ক্ষুদে মানবের শৈশব।

ঔপনিবেশিক ভারতে রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর *কাহিনী, শিশু* (১৩১০ বঙ্গাব্দ), *শিশুভোলানাথ* (১৩২৯ বঙ্গাব্দ)-এর মতো কাব্যে সেই চিরকালীন শিশুর অসামান্য রূপায়ণ ঘটান— যে স্বভাবতই অবুঝ ও কল্পনাকাতর; ডাকাতদমনের সংকল্পে, চাঁপার ফুল হয়ে ফোটার কল্পনায়, পড়া ছেড়ে পড়া-পড়া খেলার আয়োজনে যার অবোধ-মধুর রূপটি আশ্চর্য কুশলতায় বিম্বিত— স্মরণে রাখা প্রয়োজন, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শৈশব তখন নগরে ও পল্লীতে দারিদ্র্য ও বঞ্চনায়, খাদ্যাভাব ও অপুষ্টিতে, অশিক্ষা ও অনিশ্চয়তায় মৃতপ্রায়। কন্যাশিশু তথা বালিকাদের শৈশব তো আরো সংকুচিত। বোধ হওয়া অবধি নির্বিকল্প রান্নাবাটি খেলায়, অন্তঃপুরের হাফধরা বন্দীদশায়, শরীরঢাকা পোশাকপত্তরের ক্রমাগত ফতোয়ার সামনে তাদের মনে যে লিঙ্গচেতনার নির্মাণ ঘটে, তা ঠাসা থাকে নিজেদের লিঙ্গদৌর্বল্য সম্পর্কে হীনম্মন্যতা এবং লিঙ্গবৈষম্যকে মেনে নেওয়ার আনুগত্যে। লক্ষণীয়, রবীন্দ্র-শিশুসাহিত্যে ছোটো মেয়েরা প্রায় অনুপস্থিত; সমকালীন বাংলা শিশুসাহিত্যের বৃহত্তর পরিসরেও মেয়েরা কার্যত বিরল।[১০]

বর্তমান ভারতে, ২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে, পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী শিশুশ্রমিকের সংখ্যা সাড়ে-তেতাল্লিশ লক্ষেরও বেশি।[১১] আর অসংগঠিত ক্ষেত্রের কথা ধরলে— যেমন ইটভাঁটায়, চা-মিষ্টির দোকানে অথবা বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে— সংখ্যাটা অনেক বেশি। অথচ সংবিধান অনুযায়ী ভারতে ছয় থেকে চোদ্দ বছর পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং চোদ্দ বছরের নিচে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ। এখানে বিশেষভাবে শিশুশ্রমিকদের কথাই বলা হচ্ছে, কারণ তাদের শৈশব জীবনের শুরুতেই ঘরের বাইরে এক অনিশ্চিত পৃথিবীতে উৎক্ষিপ্ত। নচেৎ ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে দারিদ্র্য-অশিক্ষা-লিঙ্গবৈষম্যজনিত কারণে শৈশব গৃহাভ্যন্তরে শোচনীয়ভাবে পীড়িত। প্রশ্ন হল, আমাদের চারপাশের এই লাঞ্ছিত শৈশবের হতশ্রী চেহারা কি শিশুসাহিত্যের কল্পিত শৈশবের নবীন-সুকুমার-কল্পনাপ্রবণ মূর্তিটির সঙ্গে আদৌ খাপ খায়।

আসলে, শৈশবের কোনো সংগতিপূর্ণ সমসত্ত্ব চেহারা নেই, কারণ তা আদতে প্রাকৃতিক সৃজন নয়, সামাজিক নির্মাণ।[১২] তাই সময়ান্তরে, সমাজভেদে, শ্রেণি-লিঙ্গভেদে (ভারতের মতো দেশে)-জাতপাতভেদে শৈশব বিচিত্র-বিমিশ্র, অনেকসময় স্ববিরোধী। যে বৈষম্য ও বঞ্চনার জন্য শৈশবের এই সংগতিহীন স্ববিরোধী অবয়ব, তার সমস্ত চিহ্নকে লুপ্ত করার লক্ষ্যে শৈশবের সহজ-নরম-কোমল-অবুঝ-কল্পনাপ্রবণ একটি সংগতিপূর্ণ চেহারাকে নির্বিকল্পরূপে প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলে। বলাবাহুল্য এই আয়োজনের পিছনে রয়েছে রাষ্ট্রের মতাদর্শজনিত চাপ। কিন্তু প্রশ্ন হল, শিশুসাহিত্যের যথাসম্ভব নির্বিষ চেহারার মধ্যেও সেই মতাদর্শের ক্রিয়া এবং তার পাল্টা প্রতিক্রিয়াগুলিকে বেমালুম চেপে যাওয়া কি আদৌ সম্ভব!

২.

শিশুসাহিত্য শিশুদের জন্য রচিত হলেও এর আয়োজন থাকে বড়োদের হাতে। অর্থাৎ বড়োরা নির্বিকল্পভাবে যোগানদার আর ছোটোরা উপভোক্তা। সুতরাং শিশুসাহিত্যের পরিসরটি নির্মিত হয় এক বিশেষ ক্ষমতা সম্পর্কের আওতায়। বড়োদের সচেতন বা অসচেতন অংশগ্রহণের সূত্রে বয়ানে (discourse) বিগর্ভিত (embedded) হয় মতাদর্শ। যেমন, রাষ্ট্রের মতাদর্শ সবচেয়ে প্রকটভাবে বিগর্ভিত হয় শিশুশিক্ষার (primer) বইয়ে। বাংলা প্রাইমারের ইতিহাস ঘাঁটলে আমরা দেখতে পাবো, সেখানে ছোটোদের জন্য বারবার গোপাল ও রাখালের নিদর্শন পাশাপাশি রেখে গোপালকে অনুসরণ ও রাখালকে প্রত্যাখ্যানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে। বাংলা শিশুসাহিত্যের উপক্রম হিসাবে শিশুশিক্ষার বইগুলি তা সে শিশুশিক্ষা-ই হোক, অথবা বর্ণপরিচয়, ছিল এক সুচিন্তিত শিক্ষানীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, পুরোপুরি ঔপনিবেশিক রাজনীতির ছকে-বাঁধা। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, যে বাধ্য, অনুগত এবং রাষ্ট্রের মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ মধ্যশ্রেণির[১৩] বিকাশ ঘটাতে তৎপর, গোপাল যেন তারই রূপক। রাষ্ট্রের মতো পারিবারিক পরিসরে শাসকের মতো পিতামাতার অতি বাধ্য সে; পারিবারিক নিয়মকানুনের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য তার। ফলস্বরূপ তার ভাগ্যে রয়েছে চাকুরির পুরস্কার। বস্তুত রাজার সঙ্গে প্রজার, প্রভুর সঙ্গে ভৃত্যের সম্পর্কগুলি— যাদের কলোনির প্রেক্ষিতে শাসক-শাসিতের সম্পর্কের রকমফের হিসাবে দেখা চলে— নীতিশিক্ষার গ্রন্থগুলিতে গুরুত্বসহ আলোচিত:

> রাজা-প্রজার সম্পর্ক নতুন নয়। রাজা ও প্রজার অন্তর্বর্তী ব্যবধান সযত্নে রক্ষা করার প্রয়াস চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করে উনিশ শতকে নীতিশিক্ষাতেও পরিলক্ষিত হয়। রাজাকে সম্মান করা, রাজাকে আদর করা, মান্য করার তাৎপর্যটুকু অবশ্য আধুনিক যুগে পাল্টিয়েছে। কারণ নব্য যুগে পৌরাণিক রাজা-মন্ত্রী-সেনাপতি নেই। তার পরিবর্তে আছে শীর্ষে শাসক ইংরেজ, নিম্নে অধস্তন জমিদার, ভূস্বামী, ইজারদার, দর-ইজারদার ইত্যাদি। তাই নীতিশিক্ষায় যখনই রাজাকে মান্য করার কথা বলা হয়, তখন সে রাজার

> অর্থ প্রজার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বা শাসক ইংরেজ। মিশনারিদের লিখিত গ্রন্থে রাজাকে মান্য করার কথা তো রয়েইছে, এমনকি 'শিশুসেবধি' রচিত হয়েছিল হিন্দু স্কুলের পাঠশালার জন্য। মদনমোহন তর্কালঙ্কার পর্যন্ত 'শিশুশিক্ষা-২য়'ভাগে লিখতে পেরেছিলেন 'রাজার রাজস্ব অবশ্য দেয়।'[১৪]

গোপালের মতো সভ্য অর্থাৎ অতি-বাধ্য কলোনির সন্তান যখন ভাগ্যগুণে জুটে যাবে চাকুরি নামক বস্তুটিতে, তখন আদতে সে যুক্ত হয়ে যাবে প্রভু-ভৃত্যের পূর্বনির্দিষ্ট এক সমীকরণে। শৈশবে পিতামাতার প্রতি ভক্তি রূপান্তরিত হবে পরিণত বয়সের প্রভুভক্তিতে। বিদ্যাসাগরের ভাষায়—

> যে ব্যক্তি আহ্নিক, মাসিক অথবা বার্ষিক নিয়মে বেতন গ্রহণ পূর্বক অন্যের কর্ম্ম করে তাহাকে ভৃত্য কহে। ভৃত্যের কর্ত্তব্য স্বীয় প্রভুর কার্য্য সম্পাদনে সদা অবহিত থাকে ও তাঁহার সমুচিত সম্মান ও মর্য্যাদা করে...প্রভুপরায়ণ ভৃত্যেরা প্রভুর নিমিত্ত প্রাণান্ত পর্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে।[১৫]

যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত আরেকটু এগিয়ে গিয়ে বলেন—

> প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তাহার অন্যথাচারণ দ্বারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। ভৃত্যের অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর অত্যাচারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না।[১৬]

হয়ত নিজেদের অজান্তেই ঔপনিবেশিক প্রভুর প্রতি ঐকান্তিক সমর্পণের ভাষ্যই রচিত হয়ে চলে বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারদের হাত ধরে। বাংলার নবজাগরণের পুরোধা তাঁরা; তবু মেকলের মনোবাসনাকে সার্থক করে শিক্ষিত বাঙালি-মধ্যবিত্তের বুলি-চুঁইয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা, শাসকের মতাদর্শ। প্রাইমার ও শিশুসাহিত্য তো সেই অব্যর্থ শস্ত্র, যার ভিতর দিয়ে সেই মতাদর্শকে চিরকালের মতো খোদাই করে দেওয়া যায় ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মনে।

গোপাল-রাখালদের জমে ওঠা ভাষ্যে বালিকাদের জন্য কোনো বন্দোবস্ত না থাকলেও অচিরেই ছোটো মেয়েদের উপযোগী নীতিশিক্ষার গ্রন্থ প্রকাশ পেল। যদিও উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সামাজিক আন্দোলনগুলো রক্ষণশীলতার কুম্ভীপাক থেকে মেয়েদের রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়, সেগুলির মতো নারীশিক্ষাও আসলে যুগের নিরিখে মেয়েদের ভূমিকাকে পুনর্গঠন করতে উদ্যোগী হয় মাত্র। মানুষ হিসাবে মেয়েদের আকাঙ্ক্ষা বা লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই তার ছিল না। বরং সেই বৈষম্যকে নানাভাবে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল তার প্রচ্ছন্ন অ্যাজেন্ডা। স্বভাবতই আমরা দেখি কামিনীসুন্দরী দেবী প্রণীত বামাবোধিকা-য় 'বাড়ুয্যেদের রাজলক্ষ্মীর মা', 'মুখুয্যে পরিবারের মেয়েদের' সহজভাবে বুঝিয়ে দেন যে, 'মেয়েদের ক্ষেত্রে শিক্ষা বস্তুটি চাকরি-বাকরি ব্যক্তিগত বাসনা সার্থক করার নয়, স্রেফ বিবাহের পূর্বশর্ত'।[১৭] বস্তুত শিক্ষিত মেয়েরা যে কীভাবে আন্তরিক স্বামীসেবা ও সন্তানপালন ভক্তিপূর্ণ ধর্মাচারণ ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে এক সুখী ও পবিত্র সংসার গড়ে তুলতে সক্ষম, তার চমৎকার নিদর্শন 'বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাদিগের ব্যবহারার্থে রচিত' মধুসূদন মুখোপাধ্যায়-এর জনপ্রিয় গ্রন্থ *সুশীলার উপাখ্যান* (১৮৫৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ)।[১৮] জাতপাতের ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়েও ধর্মাধর্মের বাছবিচার বজায় রেখে উপযুক্ত নীতিশিক্ষাই যে রমণীর সংসার সুখের করে, এই আখ্যান তারই সাক্ষ্য। উল্টো দিক থেকে বললে রাষ্ট্রের মতাদর্শ, যা আদ্যন্ত পুরুষতান্ত্রিক, নারীর লিঙ্গচেতনাকে প্রথমাবধি সীমায়িত করতে চায়। সংসারের বাইরে নারীর যে-কোনো অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করার প্রকল্পটি স্বভাবত সূচিত হয় শিশুসাহিত্যের উঠোন থেকে।

অবশ্য রাষ্ট্র বা শাসকের মতাদর্শের পাল্টা ভাবনাও বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই স্পষ্ট। হয়ত সর্বাংশে সচেতন নয়, সংগঠিতও নয়; তবু শোষিতের সেই প্রতিরোধী মতাদর্শের গুরুত্ব কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী রচিত *টুনটুনির বই* আদতে পূর্ববঙ্গীয় লোককথার পুনর্গঠন। এই বইটির একটি গল্প 'টুনটুনি আর রাজার কথা'-য়— ছোট্টো টুনটুনি রাজার একটা টাকা নিয়ে রাজরোষে পড়ে। যদিও তাকে ধরবার হাজারো চেষ্টা ও শাস্তিদানের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত রাজারই নাক কাটা যায়। গল্পটা যেন রাজার প্রবল দম্ভ ও প্রতিহিংসা (আদতে রাষ্ট্রের দমনেচ্ছা)-র বিরুদ্ধে দুর্বলের প্রাণপণ প্রতিরোধের গল্প শোনায়। বস্তুত *টুনটুনির বই*-এর প্রায় সব কটি গল্পেই প্রবল ও দুর্বলের সংঘাত নানাভাবে রূপায়িত। কোনো-কোনো গবেষক এই গল্পগুলিকে পড়তে চান ঔপনিবেশিক ভারতের শাসক ও শোষিতের সম্পর্কের অলোয়।[১৯] রাজনতিক এই তাৎপর্যের পাশে আরেকটি জিনিসও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আলোচ্য গল্পগুলিতে ক্ষমতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দুর্বল তার শস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে ধূর্তামি; নিরীহদর্শন চতুরালির মোড়কে লুকিয়ে রাখে তার ঘৃণা আর প্রতিশোধস্পৃহা। আমাদের মনে থাকা স্বাভাবিক 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা'-য় শক্তিমান বিড়ালকে যে টুনটুনি রোজ 'মহারাণী' বলে তোয়াজ করত, সুযোগ বুঝে সেই-ই তাকে লাথি দেখিয়ে বলে, 'দূর হ লক্ষ্মীছাড়ী বিড়ালনী'। প্রসঙ্গত এই গল্পটি একদা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক স্তরে সরকারি পাঠ্যগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। প্রশ্ন হল এই বিখ্যাত বইয়ের গল্পগুলিতে যে ঘৃণা, প্রতিশোধস্পৃহা, হিংসা ও চাতুর্যের ধারাবাহিক প্রকাশ ঘটেছে, তা কি শিশুসাহিত্যের তথাকথিত সরল ও নির্মল চারিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সুকুমার রায়ের 'পাগলা দাশু' গল্পসংকলনেও কি শৈশবের প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুনগুলো গুলিয়ে যায় না, ধ্বসে পড়ে না সেই কতকাল ধরে নীতিশিক্ষার বইয়ে প্রচারিত গোপালসুলভ জীবনযাপনের ছক। দাশু যেভাবে বিত্তবান সহপাঠীদের দম্ভ ও দেখনদারির ফানুসগুলোকে একের-পর-এক চুপসে দেয়, তার ভিতর দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের এক বিকল্প মতাদর্শের উত্থান যেন টের পাওয়া যায়।[২০]

এই সময় থেকে ইস্কুল আর বাড়ির মেপে দেওয়া ভূগোল অস্বীকার করে বাংলা শিশুকিশোর-সাহিত্যের ছেলের দল নিয়মিত বাড়ি-পালাতে শুরু করে। মনে রাখা দরকার, ঠিক এই সময়, অর্থাৎ বিশ শতকের প্রথম পর্ব জুড়ে, ঔপনিবেশিক শাসকের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে হাজারো বাঙালি ছেলে

এবং (সংখ্যায় অল্প হলেও) মেয়ের দল ঘর ছাড়ছিল। যদিও এ-কথা নিশ্চিত যে, ছোটোদের জন্য লেখায় ঘর-পালানো ছোটোর দল উপলব্ধির কোনো বিকল্প ভূমিতে নয়, শেষ পর্যন্ত ফিরেও আসছিল নিজস্ব গৃহকোণেই।[২১] তবু বাংলা শিশু-কিশোরসাহিত্যে ধীরে-ধীরে তৈরি হচ্ছিল এক ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *বুড়ো আংলা* (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ)-র রিদয় যখন সুবচনীর খোঁড়া হাঁসের পিঠে চড়ে মেঘ ভেদ করে উড়ে যেতে-যেতে দেখে— অনেক নিচে শতরঞ্চির মতো রঙিন শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ; তখন চার খণ্ডে রচিত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের ভোম্বল সর্দার (১ম খ- ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ - ৪র্থ খ- ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ)-এর ভোম্বল বাড়ি পালিয়ে টাটানগর পাড়ি দেওয়ার সময় আবিষ্কার করে, সেই বাংলাদেশেরই একের-পর-এক নিঝুম-নিস্তেল গ্রাম। সমালোচকের ভাষায়— 'হাজার বছরের ঘুমের ঘোরের গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে ভোম্বল হেঁটে চলে; দেখে, গ্রামে রয়েছে কেবল দারিদ্র্য ও পীড়ন, কোথাও কোনো সংগঠিত প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ নেই, সবকিছুই যেন প্রাকৃতিক নিয়মের মতো স্বতঃসিদ্ধ, অবধারিত।'[২২] রিদয় ঘর ছেড়েছিল নেহাতই গণেশ ঠাকুরের অভিশাপ খণ্ডাবার জন্য; তাও সে ছিল স্বপ্নে পলায়ন। কিন্তু ভোম্বল পালায় (হয়ত রাখালের মতো) পারিবারিক নিয়মতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সে প্রবেশ করে দুঃস্বপ্নের মতো এক বাস্তবে। বলাবাহুল্য এই বাস্তব শিশু-কিশোরসাহিত্যে কাঙ্ক্ষিত রম্য বিশ্বের সম্পূর্ণ অপর।

৩.

লক্ষণীয়, বাংলাদেশকে রিদয় দেখেছিল উল্লম্ব রেখায়, অনেক উঁচু থেকে— যাকে বলে বার্ডস-আই-ভিউ; আর ভোম্বল দেখে আনুভূমিক সমতলে, অনেক ঘনিষ্ঠভাবে। স্পষ্টত, যে-কোনো আখ্যানে দ্রষ্টার অবস্থান, কথকের স্বর নির্দিষ্ট হয় শ্রেণি-লিঙ্গ-ধর্মসাপেক্ষ মতাদর্শ অনুসারে। অর্থাৎ, (দ্রষ্টা) কী-দেখবে আর (কথক) কী-বলবে— সেই নির্বাচনের পিছনে (আদতে আখ্যানের point of view-র মধ্যে) সক্রিয় থাকে মতাদর্শ।[২৩] আমরা দেখেছি শিশু-কিশোরসাহিত্য ছোটোদের জন্য রচিত হলেও আদতে তা বড়দের লেখা; সুতরাং পরিণত লেখকসূত্রে সচেতনভাবে অথবা তাঁর অজ্ঞাতসারে মতাদর্শের বিগর্ভণ সেখানে অনিবার্য। নির্দেশমূলক (didactic) প্রাইমারে মতাদর্শ প্রকট; কিন্তু শিশুসাহিত্যে তা প্রচ্ছন্ন। শিশুসাহিত্যের বিশ্লেষণে এই প্রচ্ছন্ন সংস্কারের পাঠোদ্ধার তাই ভীষণভাবে জরুরি।

তথ্যসূত্র

১ দ্র. Sarland Charles, 'Ideology', in Peter Hunt ed., *International Companion Encyclopedia of Children's Literature*, London & New York, Routledge, 1996, p. 41

২ শিশুসাহিত্য বলতে সাধারণভাবে শিশুর জন্য বড়োদের লেখা সাহিত্যকেই বোঝায়। শৈশবের সীমানা নিয়ে মতভেদ রয়েছে কিন্তু মোটের উপর বয়ঃসন্ধিকালকেই শৈশবের ঊর্ধ্বসীমা ধরা চলে; অতঃপর মানবজীবনের কৈশোর পর্ব। অবশ্য এই বয়সসীমার উপর ভিত্তি করে শিশু ও কিশোর সাহিত্যের বিভাজন করা কঠিন। কখনো-কখনো এই সমস্যাকে উপেক্ষা করার জন্য শিশু-কিশোরসাহিত্যকে শিথিলভাবে শিশুসাহিত্য হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'ছেলেভুলানো ছড়া: ১', অন্তর্গত *লোকসাহিত্য,* রবীন্দ্র রচনাবলী, সুলভ সংস্করণ কলকাতা, বিশ্বভারতী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৫০

৪ ফরাসি ভাষায় রচিত রুশোর *Emile, or On Education* (১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ)-এর প্রথম বাক্যটি ছিল— সৃজনকর্তার হাতে গড়া সবকিছুই নিঁখুত, আর মানুষের হাতেপড়া সবকিছুই অধঃপতিত। সুতরাং সৃজনকর্তার সদ্যসৃষ্টি শিশুর সরল-শুদ্ধ প্রকৃতি মানবসমাজের সংস্পর্শে অল্পদিনেই বিকৃত। এই বিশুদ্ধ প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ বিস্ময় ও সারল্য; এককথায় যাকে বলা চলে innocence। রুশোকথিত innocence বিনষ্টির হাত এড়িয়েছে; উনিশ শতকে ফ্রয়েডীয় মনোবিকলনের প্রতাপ এড়িয়ে শৈশবসারল্যের ধারণা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

৫ গার্নারের প্রথম উপন্যাস *The weirdstone of Brisingamen* প্রকাশ পায় ১৯৬০ সালে।

৬ Rose J., *The Case of Peter Pan: The Impossibility of Children's Fiction*, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1993, p. 45

৭ শিশুসাহিত্যের 'শিশু' শ্রোতা বা পাঠক হিসাবে কখনো থাকতে পারে Text-এর বাইরে, আবার চরিত্ররূপে কখনো থাকতে পারে Text-এর ভিতর।

৮ জে এম ব্যারি-র পিটার অ্যান্ড ওয়েন্ডি-তে পিটার প্যান হল সেই বালক, যাকে ছাড়া সকলেই বড় হয়। শৈশববের একদা সঙ্গী ওয়েন্ডির সঙ্গে যখন অনেকদিন পর দেখা হয় পিটারের, পিটার তখনো ছোটো-ছেলেটি, আর ওয়েন্ডি কুড়ি বছরের বিবাহিত নারী, ছোট্টো জেনের মা। শিশু থেকে ওয়েন্ডি যে নারী হয়ে ওঠে, তার মধ্যেই থাকে যৌনতার স্বীকৃতি; যে যৌনতাকে প্রত্যাখ্যান করে পিটারের অক্ষয় শৈশব। দ্র. *Innocence, Heterosexuality and the queerness of Children's Literature*, New York, Routledge, 2011, p.2

৯ নবেন্দু সেন, বাংলা শিশু সাহিত্য: তথ্য, তত্ত্ব, রূপ ও বিশ্লেষণ, কলকাতা, পুথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাঃ লিঃ, ২০০০, পৃ. ১৭

১০ রবীন্দ্রনাথ লিখিত গল্পসল্প-তে দাদামশায়ের বিরুদ্ধে ছোট্ট পুপের অভিযোগ, বৃদ্ধের আসল পক্ষপাত পুপে নয়, সুকুমারের প্রতি। দাদামশাইয়ের দুর্বল অজুহাত— সুকুমার ছেলে বলে তার সঙ্গে তাঁর মনের মিল। এই প্রসঙ্গে আলোচকের উক্তি— 'বাংলার শিশুসাহিত্যে যৌবরাজ্যের গদিটিতে কেন রইবে ছেলেদের মৌরসিপাট্টা, কেন সেখানে পার্শ্বচরিত্রের বেশি মান মিলবে না মেয়েদের, তীক্ষ্ণ এ জিজ্ঞাসার সদুত্তর না পেয়ে পুপে সেদিনের মতো চুপ করে গেলেও, প্রশ্নটি কিন্তু মরেনি।' দ্র. শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোটো মেয়েরা*, কলকাতা, গাঙচিল, ১৪১৪, পৃ. ১২৫

১১ http://labour.nic.in/childlabour/about-child-labour, Date 11/04/2017 । প্রসঙ্গত, ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে এই সংখ্যাটি ছিল ১ কোটি ২৬ লক্ষেরও বেশি। যাদের মধ্যে প্রায় বারো লক্ষ বিপজ্জনক কাজের সঙ্গে যুক্ত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের কথা ধরলে, বেসরকারী মতে, সংখ্যাটা প্রায় ছ-কোটির কাছাকাছি।

১২ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা ভালো যে, শৈশব সম্পর্কে তাত্ত্বিক সচেতনতা প্রথম গড়ে ওঠে সতেরো শতকের ইউরোপে। তার আগে মানবচিন্তায় শিশু ছিল মূলত পরিণত মানুষের ক্ষুদে সংস্করণ। কিন্তু শৈশব যে মানবজীবনের এক স্বতন্ত্র পর্ব, তার যে নিজস্ব নিয়মকাকনুন ও চাহিদা রয়েছে— এই ধারণাতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে আলোকায়ন পর্বের ইউরোপে। দ্র. Aries Philippe, *Centuries of Childhood: A Social History of Family Life*, Translated by Robert Baldick, New York, Vintage Books, 1965

১৩ ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে ভারতে কমিটি অব পাবলিক ইন্সট্রাকশন-এর সভাপতি টমাস ব্যাবিংটন মেকলে পেশ করেন তাঁর শিক্ষা-বিষয়ক ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি। *Minutes on Indian Education*-এ মেকলে লেখেন— 'We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern; a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals, and in Intellect.'

১৪ আশিস খাস্তগীর, *বাংলা গদ্যে নীতিশিক্ষা*, পৃ. ১৬৮

১৫ তদেব, পৃ. ১৬৮-৬৯

১৬ তদেব, পৃ. ১৬৯

১৭ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা শিশুসাহিত্যে ছোটো মেয়েরা*, কলকাতা, গাঙচিল, ১৪১৪, পৃ. ১০৬

১৮ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, *গোপাল-রাখাল দ্বন্দ্বসমাস: উপনিবেশবাদ ও বাংলা শিশুসাহিত্য*, কারিগর সং., কলকাতা, কারিগর,২০১৩, পৃ. ২০৮-১০

১৯ দ্র. সঞ্চিতা চক্রবর্তী, *উপনিবেশ-রাষ্ট্র ও রূপকথা: উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'*, কলকাতা, তেহাই, ২০১১।

২০ স্কুলতন্ত্রের বিরুদ্ধে পাগলা দাশুর বিদ্রোহকে কোনো-কোনো আলোচক সমাজদ্রোহের 'microcosmic representation' ' হিসাবে গ্রহণ করেছেন। দ্র. Sen Nandita, *Family, School and Nation: The Child and Constructions of 20th-Century Bengal*, New Delhi, Routledge, 2016, p. 81

২১ শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ. ২৮৬

২২ তদেব, পৃ. ২৯৬

২৩ আখ্যানতত্ত্ববিদের ভাষায়— 'point of view is the physical place or ideological situation or practical life-orientation to which narrative events stand in relation.' (দ্র. Chatman Seymour, *Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction and Film*, Ithaka and London, Cornell University Press, 1980, p. 153) । অর্থাৎ যে অবস্থান থেকে আখ্যানকে বর্ণনা করা হয়, তার সঙ্গেই লগ্ন থাকে মতাদর্শগত অবস্থান।